দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 25 JUN 2007
পৃষ্ঠা ৬ ৪

কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থার দুর্গতি

গত কয়েক বছর থেকে সরকার কারিগরি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিলেও এ শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা অতি অল্প। এমনকি শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রশাসনেও কারিগরি শিক্ষা বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা নেই।

৭টি সাধারণ শিক্ষাবোর্ডের কাজ যেখানে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে সীমাবদ্ধ সেখানে একটিমাত্র কারিগরি শিক্ষাবোর্ড ভোকেশনাল, ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও ডিপ্লোমাসহ অর্ধশতাধিক কোর্স পরিচালনা করে। আর এতসব করার ফলে পুরো কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থায় বিরাজ করছে বিশৃঙ্খল ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি।

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোটবই নিষিদ্ধ এবং উচ্চ শ্রেণীগুলোতেও নোট-কোচিংকে নিরুৎসাহিত করা হলেও কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থার সব ক্ষেত্রেই পাঠদান ও গ্রহণ পরিচালিত হয় নোট বইয়ের মাধ্যমে। বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ড কারিগরির বই প্রকাশ করে না। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে বই প্রকাশ নিয়ে চলে কোটি টাকার দুর্নীতি। আর এ সুযোগে নোট বইয়ের প্রকাশক আর কিছু শিক্ষক নেতার আঁতাতে ছাত্র-শিক্ষকের হাতে হাতে পৌঁছে যাচ্ছে নোট বই। ক্লাসেও পড়ানো হয় নোট বই। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, কারিগরি শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞানের শিক্ষকরাও বাংলা কিংবা সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতির নোট বই লিখে থাকেন। এখানে কোনো বাছবিচার নেই।

সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোতে। চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স চালু রয়েছে এগুলোতে। কিন্তু শিক্ষকদের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে নানা বৈষম্য, বিভিন্ন শ্রেণী। বিসিএস ক্যাডার, নন-ক্যাডার, টেক-নন-টেক, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার- অনার্স-মাস্টার্স, গেজেটেড-নন-গেজেটেড, প্রকল্প রাজস্ব। এসব কারণে শিক্ষকদের মধ্যে তৈরি হয়েছে নানা দল, সমিতি, পরিষদ। পলিটেকনিক শিক্ষাক্ষেত্র হয়ে পড়েছে পুরোপুরি কলুষিত। এখানে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদেরও শিক্ষক হিসেবে দ্বিতীয় শ্রেণীর পদে নিয়োগ দেয়া হয়। আনুষঙ্গিক (নন-টেক) বিভাগের স্নাতকোত্তর শিক্ষকদের করে রাখা হয়েছে নন-গেজেটেড। কলেজ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমাধারীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া বা নন-গেজেটেড শিক্ষক পদ রাখার মতো ঘটনা একমাত্র সব সম্ভবের দেশ বাংলাদেশেই ঘটতে পারে। আর এটা ঘটেছে বলেই পলিটেকনিক শিক্ষকদের পদায়নে প্রভাষক-অধ্যাপক প্যাটার্ন অনেক উদ্যোগের পরও চালু করা যাচ্ছে না।

তার ওপর সরকারি পলিটেকনিকগুলোতে অতিরিক্ত আরেকটি শিফট চালু করে শিক্ষকদের কাজ দ্বিগুণ করা হয়েছে। অথচ এজন্য তাদের প্রদান করা হয় মাত্র ৩০ ভাগ ভাতা। শিক্ষকরা ক্যাম্পাসে এসে বৈষম্যজনিত দলাদলি আর অর্থ ভাবনায় মেতে থাকেন। কোচিং সেন্টার, নোট বই প্রকাশ আর পার্শ্ববর্তী বেসরকারি পলিটেকনিকে খেপ মারা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। ছাত্র পড়ানোর মতো প্রয়োজনীয় মনোযোগ কোথায় পাবেন তারা?

সাধারণ শিক্ষার বিভিন্ন অসঙ্গতি নিয়ে আমাদের শিক্ষাবিদ-বিশেষজ্ঞরা সোচ্চার হন, পরামর্শ দেন। সেটা কাজেও লাগে। এবার প্লিজ কারিগরি শিক্ষার দিকে দৃষ্টি দিন। মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টা, আপনি কি একটু খোঁজ-খবর নেবেন?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।